Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.146-148
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

কুন্তল কান্তি পাল
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Rabindranath's ashram School fostered the children Connection with nature and the students-teacher connection By providing students with an open environment. In santiniketan, apart from studies sports and festivals were done by both students and Teacher. Teacher and students relationship is very simple and easy here. Education was done here through mutual exchange.

Keywords: ছাত্র ও শিক্ষক সহাবস্থানে শিক্ষা ব্যবস্থা, আবাসিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন, স্বাধীনভাবে শিক্ষা, বিদেশি ভাষা শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা।

বিশ্বের শিল্প, সাহিত্য সর্বস্তরে জনমানসে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে অবিস্মরনীয় কীর্তি রেখে গেছেন, তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবল মাত্র কাব্য সাহিত্য ও শিল্পকলা রেখে ফুরিয়ে যান নি। ভারতীয় শিক্ষা অগ্রগতির জন্য তিনি আজও চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। আধুনিক শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টার জন্য বিশ্বের শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন।

ইংরেজি প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধ অনুসরণে আমরা আমাদের শিক্ষা, প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতের সুমহান আদর্শের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজরাই ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়ে আমাদের দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয়কে অবহেলা করেছি। ঠিক সেই সয়ম রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন খুললেন আশ্রমিক ও আবাসিক বিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতের তপোবন কেন্দ্রিক শিক্ষালয়। এখানে ছাত্র শিক্ষক একত্রে সহাবস্থানে থেকে শিক্ষা লাভ করবে। ছাত্ররা প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে মানব প্রকৃতি আর সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃত মানব চরিত্র গড়ে তোলার জন্য বিশ্বভারতীর আঙ্গিনায় আহ্বান জানাবেন। শিশুরা স্বাধীনভাবে প্রকৃতির মধ্যেই শিক্ষা লাভ করবে।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন ও অধুনিক সার্থক সমন্বয়ে যেমন সহজ হয়েছিল তেমনি হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক মিলনতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে নিয়োজিত ছিলেন। পড়াতেন গাছতলায় মুক্ত পরিবেশে সেখানে কোনো কোলাহল ছিল না। ছিল না কোন কঠোর নিয়ম ছিলনা প্রহার ছিলনা শাসন আর চোখরাঙানী। এখানে শিক্ষা পদ্ধতি ছিল আনন্দের। শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। শিশু স্বাভাবিক জীবনে ও পুষ্টির

জন্য মাতৃদুগ্ধের যেমন বিকল্প নেই। সেই রকম শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। এখানে মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসী, চীনা প্রভৃতি বহু বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। এই সর্ব ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য সুপন্ডিত নিযুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেশ, জাতি ও জগৎ কে জানতে মানবশিশু নিজেকে জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ আদোলে গড়ে তুলবে। চরিত্র ছাড়া জাতির যেমন পরিচয় হয় না তেমনই ব্যক্তিরও সচরিত্র ছাড়া পরিচয় হয় না। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মূল লক্ষ ছিল শিশুর চরিত্র গঠন। তাই ভারতে প্রথম জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়েছিল প্রকৃতির মানব চরিত্র বিকাশের পক্ষে একটি স্বাভাবিক সহায়ক উপাদান।। তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট তাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে ছিলেন। এছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমর্থ, আগ্রহ, আশা, আকাঙ্খা, প্রবণতা প্রভৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সামাজিক বিকাশকে অব্যহত রাখার জন্য স্বাধীনতা, আনন্দ মুক্ত শৃঙ্খলাবোধ কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচুর ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। এবং এই ত্রুটিগুলো দূর করবার জন্য উপায় বের করবার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যালয়গুলিকে তিনি কারাগারস্বরূপ মনে করতেন। এই সব বিদ্যালয়র শিক্ষার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি শিক্ষাবিদ ডিউয়ির - মত শিক্ষা ও সমাজের নিকট সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন পূর্ন মানুষের বিকাশ ঘটাতে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে আত্ম বিশ্বাসী হতে পারে। তিনি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ট শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন “শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়।“ এর সম্বন্ধে কার্য বলতে গেলে শিক্ষা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। শিক্ষা একটা জৈব ব্যাপার বলেই শিক্ষকের দায়িত্ব বেশি থাকে। শিক্ষক জানে তার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করতে পারে। তার জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রের স্থানের বাতি জ্বলে ওঠে। শিক্ষকের স্থান সর্বাগ্রে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষক সম্পর্কে কবি বলেন যে, গুরুর অন্তরের হলে মানুষটি যাদ ঘুমিয়ে যায়, তা হলে তিনি ছোটদের ভার নেওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়বেন। তিনিই শিক্ষক হবার যোগ্য যিনি ধৈর্যশীল এবং হৃদয় দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্নেহ করেন। শিক্ষক হবেন প্রানবন্ত মানুষ তিনি সরল মনে মানুষ হবেন। শিক্ষার রাজ্যে ভ্রমন করতেন। শিশুর মনের রাজ্যে বিচরন করেন। গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্ক হবে। এবং আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবে। পাঠদানে শিশুকে অনুপ্রানিত করবে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শিক্ষা বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন যেটি হল এক তপস্যা যা আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। যা আমাদের সঙ্গতি বিধান করে। সঙ্গতি বিধান হল শিক্ষার মূল বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ নির্দিষ্ট নয়। শিক্ষা হল তার মতে তপস্যা। যা তপস্যা না করে সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যা অধ্যায়নের পরিবর্তে কর্মমুখী শিক্ষা প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কবি বলেছিলেন গো পালনে ছাত্রদের যোগ দিতে হবে। পাঠের বিশ্রামকালে তারা বাগান করবে, গাছ লাগাবে, বেড়া দেবে। এভাবে তারা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হবে। এভাবে তারা বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে কর্ম জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যা জ্ঞান বিজ্ঞান ও জগতের নতুন নতুন গবেষনা লব্ধ আবিষ্কার ও চিন্তা ধারাকে জনসাধারনের কাছে তুলে ধরতে কবি কুসংস্কার, সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে।

তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। দেশে কীভাবে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি বলেন স্ত্রী জাতিকেই এগিয়ে আনতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার হেরফের, তোতাকাহিনী, শিক্ষা সমস্যা, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষা নিয়ে ও তাদের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে অসাধারন অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজপাঠ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রদের জন্য তিনি অগণিত পুস্তক রচনা করে গেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। পাল, অভিজিৎ কুমার, শিক্ষা দর্শনের রূপরেখা, ক্লাসিক বুকস, ২০১০।
২। পাল, অভিজিৎ কুমার, মহান শিক্ষাবিদগণের কথা, ক্লাসিক বুকস, ২০১৪।
৩। চট্টোপাধ্যায়, মিহির ও পাণ্ডে, প্রনয়, মহান শিক্ষাবিদ।
৪। মুখোপাধ্যায়, দুলাল, হালদার, তারিনী, চন্দ, বিনায়ক, সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা, আহেলি পাবলিশার্স, ২০১৫।
৫। রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, ১৩৮৮।
৬। ছতভ, ঙক্ষষপ আ.ই, ঝবনষক্ষঁ ষপ উধয়দতঢ়ভষশ, ঙক্ষতযতড়বতশ ঔনশধক্ষত, ২০০৪।
৭। চট্টোপাধ্যায়, মিহির কুমার ও চক্রবর্তী, কবিতা, মহান শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সমাজতত্ত্ববিদ, রিতা পাবলিশার্স, ২০১৭।
৮। গুহ, বিভুরঞ্জন, শিক্ষায় পথিকৃৎ, সোভা প্রকাশনি, ২০১৭।
৯। হালদার, গৌরদাস, শিক্ষন প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব ও পাঠক্রম চর্চা।